ছাত্র হিসেবে রবীন যেমন মেধা, তেমনি বুদ্ধিমান! কাজ করে জাহাজ ডিপোতে। থাকে বিধবা মা আর ছোট বোনেকে নিয়ে এক কুখ্যাত পল্লীতে! সবে বি.এ.পাশ করেছে মাত্র, বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে ওর মাথার ওপর! চেয়েছিল নাইট কলেজ করে নিজের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে। কিন্তু পারেনি! ওর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ইতি টানতে হয় লেখাপড়ায়! সম্ভবতঃ সে কারণেই আজ ক'দিন যাবৎ মন মেজাজ ভালো রবীনের! বিষন্নতায় ছেয়ে গিয়েছে। সবসময় ওর উদাসীন, অন্যমনস্কভাব! মুখের হাসিটাও বিলীন হয়ে গিয়েছে!

রবীন সাধারণ একজন কর্মচারী! তাতে ক'পয়সাইবা আর মাইনে পায়! ক্রমান্বয়ে দ্রব্যমুল্যের উর্ধগতিতে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়! মায়েরও হয়েছে যত জ্বালা! অভাব অনটন কবে না ছিল সংসারে! এ তো নতুন কিছু নয়! আগেও ছিল, আছে, থাকবেও! কিন্তু প্রভাবতীর একমাত্র চিন্তা রবীনকে নিয়ে! কলেজ ছেড়েছে অবধি কাজ থেকে ফিরে এসে ক্ষীণ মৃদু আলো অন্ধকার ঘরে পা টান টান করে শুয়ে থাকে বিছানায়! বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও আজকাল খুব একটা মেলামেশা করেনা! কথাবার্তাও বলে না কারো সঙ্গে! রাতদিন কিসের চিন্তায় যে তন্ময় হয়ে ডুবে থাকে, ভেবে ভেবে হয়রান প্রভাবতী। উস্কোখুস্কো চুল! চিরুণীও পড়েনি ক'দিন! পরনের জামা কাপড়ের অবস্থাও তদ্রুপ! মলিনতার ছাপ প্রকট! চেহারাটাও রুগ্ন দেখাচ্ছে! চোখমুখ গর্তে ঢুকে গেছে! নিশ্চয়ই রাতেও ঘুম হয় না! কিন্তু হইল কি অড় হঠাৎ! কুনো ব্যায়ারামে ধড়ে নাই তো! পোলা কয়ও তো না কিছু!

মায়ের মন, সর্বদা কু-ই গায়! কিছুতেই স্বস্তি পায়না প্রভাবতী। হন্‌হন্‌ করে গিয়ে দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লেন রবীনের ঘরে। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন! দেখলেন, হ্যারিকেনের আলোটা নিভু নিভু প্রায়! ক্ষীণ মৃদু আলোয় জ্বলছে! আবছা অন্ধকারে কিছু ঠাহরই করতে পারছেন না! হঠাৎ রবীনকে পাশ ফিরতে দেখেই প্রভাবতী উৎকন্ঠিত হয়ে বলে উঠলেন, -'হ্যাঁরে রবী, হইছে কি তড়! কুনো ঝামেলা হইছে বুঝি ডিপোতে! কিরে, কথা কস্‌ না ক্যান!'

রবীন বরাবরই চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির! ঢোল পিটিয়ে মনের ভাব কখনো প্রকাশ করতে পারেনা। আর তা'ছাড়া জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন কে না দ্যাখে! প্রত্যেকেরই সাধ জাগে মনে! যা প্রচন্ডভাবে রবীনকেও উৎসুক্য করে তুলে ছিল! জীবনে উন্নয়ণ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার অণ্বেষণে রবীন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, অন্যের গোলামী না করে, অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, নিজের মালিকাধীনে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করাই সব চাইতে উত্তম! নিজেকে কারো কাছে মাথা নত করতে হবে না! কাউকে জবাবদিহীও করতে হবেনা! লাভ-ক্ষতির হিসেবও কাউকে দিতে হবেনা! কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর

অর্থ! সেটাইবা আসবে কোথা থেকে! কে দেবে ওকে এত গুলো টাকা! দিনকালের যা পরিস্থিতি, বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া বড়ই দুর্লভ! তা'হলে!

রবীন উপায়ান্তরহীন হয়েই মায়ের অজান্তে নিজের সদ্য পার্মানেন্ট চাকরিটা মাত্র ত্রিশহাজার টাকায় বেচে দিয়ে একটা নামিদামি বিদেশী কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলল! সৌভাগ্যক্রমে বছর না ঘুরতেই স্বয়ং মা লক্ষীই যেন ওর অর্থের ভান্ডার একটু একটু করে ভরে দিতে লাগলেন। যাদুমন্ত্রের মতো ঘুরে গেল ওদের ভাগ্যের চাকাটা! রীতিমতো বদলে গেল ওদের লাইফ স্টাইল! জীবনধারার পদ্ধতি! থাকবার বাসস্থান! বেড়ে গেল নিত্যনৈমিত্তিক শৌখিন ও বিলাসীসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা! যা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি! কল্পনা করতে পারেনি, একদিন তা বাস্তবায়িত হবে! ওর আকাঙ্খিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে! একেই বলে বরাত! একটা ফলদায়ক বৃক্ষও কখনো এতো সহসায় বেড়ে ওঠে না! অবাক হয় বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়াপর্শীরা!

ওদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বাইরে! যেটা ছিল রবীনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন! প্রয়োজনে জার্মানি, হংকং, সিঙ্গাপুর নানান দেশ-বিদেশে ওকে ঘুরতে হয়! যার জগৎ ছিল কর্মস্থল থেকে বাসস্থান। খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার! ভাবাই যায়না! স্বপ্নের মতো মনে হয় রবীনের! যেন আকাশের চাঁদটাই পেয়ে গিয়েছে হাতে! আর নাগাল পায় কে! নিত্য নতুনের সমারোহে খুঁজে পায় অধিকতর উন্নত জীবন। সদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত মান-মর্যাদা সম্পন্ন এবং অর্থ-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর রবীন অচিরেই ভুলে গেল অতীতের ভাগ্যবিড়ম্বনা এবং দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম্য জীবনের দুঃখ-দীনতার কথা! ভুলে গেল, জীবন ও জীবিকার তাগিদে ঘাত-প্রতিঘাতে কত কঠিন বাস্তবের মুখো মুখি হতে হয়েছিল, সেইসব দিনের কথা! পিছন ফিরে আর তাকাতে হলোনা ওকে! নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে লাগল আকাঙ্খিত জীবনের চরম সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে।

রবীনকে প্রায় সারা বছরই ব্যবসার কাজে মা-বোন ছেড়ে কাটাতে হয় দেশের বাইরে! কাজের অবসরে একাকী নিঃসঙ্গতায় শূন্যতাবোধে মন-মানসিকতার অস্থিতিশীলতায় নিজের ঐতিহ্য এবং নৈতিকতা ভুলে গিয়ে ভোগের কাছে বশ্যতা স্বীকার হয়ে মাদকদ্রব্য থেকে শুরু করে নাইট ক্লাব, তাশের আড্ডা, শ্বেতাঙ্গা উর্বশী রমণীদের মধুর সান্নিধ্য, কোনটাই ওর বাদ যেতো না! কখনো বা ভবঘুরের মতো নেশায় চুড় হয়ে অচৈতন্যে ডুবে থাকে মৌজ-মস্তির অতল গহ্বরে! যেখানে ছিলনা কেউ বাঁধা দেবার! তাড়াও ছিলনা বাড়ি ফেরার! কিন্তু কতদিন! আপন গন্তব্যে তো ফিরে যেতেই হবে! তখন কি পারবে, হৃদয়হরিনী ভুবনমোহিনী শ্বেতাঙ্গা রমণীদের মুক্তঝরা হাসি ভুলে থাকতে! কখনো কি পারবে ও', রূপসী লাস্যময়ী তরুণ রমণীদের রহস্যাবৃত ডাগর চোখের বিচিত্র ইশারায় প্রেমআহ্বানের মুহূর্তগুলি ভুলে থাকতে! না, পারেনি! শতচেষ্টা করেও দেশে ফিরে এসে রবীন পারেনি শ্বেতাঙ্গা রমণীদের ভুলে যেতে! পারেনি ওর হৃদয় থেকে ওদের অপসারিত করতে। কিন্তু তা কেমনইবা করে সম্ভব! শত হলেও বত্রিশ বছরের তরুণ যুবক ও'! আয়েশ করবার উপযুক্ত সময়! জীবনে প্রথম পদার্পণ করেছে বিদেশের মাটিতে! একটু তো ব্যতিক্রম ঘটবেই! কিন্তু প্রভাবতীর সর্বদা পুত্রের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েই তার যতো চিন্তা! তার ধারণা, আহারাদি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনেই শরীর অর্ধেক হয়ে গিয়েছে রবীনের। পরিশ্রমও কি কম! সময় মতো নাওয়া-খাওয়াও হয়তো হতো না ওর! কিন্তু রিষ্ট-পুষ্ট, শক্ত-সামর্থ জোয়ান ছেলে, এতো সহসায় ভেঙ্গে পড়ার তো কথা নয়!

চিন্তায় উদ্বিগ্ন দেখা দেয় প্রভাবতীর। নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারেন না! রাতভোর মমতার ছায়ায় রবীনকে আলগে জেগে বসে থাকেন! আর আপনমনে বিড়বিড় করেন, -'শরীলডা এক্কারে শুকাই গ্যাছে

পোলার! এত্ত পরিশ্রম, এত্ত দৌড়-ঝাঁপ অড় সহ্য হয় কখনো!' কিন্তু রবীন যে বিদেশী পরী নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতো, তা কে জানতো! প্রভাবতীর দৃষ্টিগোচর হয়, বিদেশ ঘুরে এসে বেশ বদলে গিয়েছে রবীন! সিগারেটের গন্ধেই তা টের পায় প্রভাবতী! মনে মনে ভাবে,-পোলায় কি যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, ভগবানই জানে সেটা! ভালোই নেশা ধরছে অড়!

ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় সারাঘর। গন্ধে টেকা যায়না। ওতো আর বাচ্চা নয়, যে মা বকুনি দিলেই ওসব বদঅভ্যাস বদনেশা বর্জন করবে! এটা পরুষ মানুষের ধর্ম! কিন্তু তাই বলে রাতদিন চব্বিশঘন্টা! দিন যায়, মাস যায় ওর কোনো পরিবর্তনই হয়না! অথচ বিদেশ যাবার সময় হলেই উচ্ছাসিত আনন্দে মন-প্রাণ ওর উৎফুল্ল হয়ে ওঠে! উর্দ্ধঃশ্বাসে ওর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়! ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রভাবতী ভাবলেন, মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর একখান্ খাঁ খাঁ করে! এইবার একখান্ বৌ আইনা পোলারেও ঘর বাঁইন্দা দিতে হইব! নাতি-নাতনীও আইব, ভইর‍্যা যাইব গিয়া ঘর! তা না হইলে দ্যাশ-বিদ্যাশ ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা পোলা যাইব গিয়া রসাতলে! সংসার-ধর্মে মনই লাগব না আর অড়! অথচ ঘটে তার বিপরীত! প্রভাবতী যতই নিশ্চিন্ত হন, ততই সমস্যার সৃষ্টি হয়! শখ্ করে ঘরে ছেলের বৌ নিয়ে এসে প্রতিদিন শুরু হয় অশান্তি! রবীনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও অভিযোগ, -'তড়কারিতে নুন কম! ঝাল বেশী! তোমার লাড়্লি বৌ রান্না জানে না! জামায় ইস্ত্রি দিতে জানে না! বেরসিক, আন্স্মার্ট! হাই-সোসাইটিতে চলতে জানে না। ওপেন মাইন্ডে মিশতে জানে না। আরো কত কি অভিযোগ ওর!'

প্রভাবতী সেকেলে মহিলা। সংস্কারপ্রবণ মন-মানসিকতা! হাই-ফাই কথা শুনলে ভীষণ চটে যান তিনি! আর একবার চটে গেলে সাংঘাতিক অবস্থা হয় তার! মুখের পেশিগুলো ফুলে শক্ত হয়ে ওঠে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপায়! আর সেই সঙ্গে জিহ্বায় কথা জড়িয়ে গিয়ে যে তোতলাতে শুরু করেন, তা অজানা নয় রবীনের! অথচ মুখে যেন খই ফুটছে ওর! থামার লক্ষণই নেই! বকর বকর করছে তো করতেই!

ইতিমধ্যেই হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল! প্রভাবতী ভ্রূ উত্তোলন করে তীব্র গলায় গর্জে উঠলেন,-'হাই সোসাইটি দিয়া কি হইব আমাগো! হেইগুলি বিলাসিতা! মাইনষের সামনে রঙ্গ-তামাশা করা! নিজেরে জাহির করা! হেগুলি আমাগো ঘরের বৌ-বেটিগোর শোভা পায়না! হ্যাড়া হইল গিয়া কুলবধূ! গেরস্থের লক্ষী!' মায়ের কথা গায়েই মাখালো না রবীন! লাবণীর আপাদমস্তক কটাক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে রূঢ় গলায় বলে ওঠে,-'থাকো তুমি তোমার ওল্ড্ ফ্যাশান বৌ নিয়ে, আমি চললাম!' বলে সেই যে অদৃশ্য হয়ে যায়, মধ্যরাত পর্যন্ত বাইরেই কাটায়! এতক্ষণ কোথায় যায়, কার কাছে যায়, কি করে, কিছুই বলেনা! সহ্য হয় কখনো! বৈবাহিক জীবনের শুরুতে এমন নিস্প্রেম, নির্দয় নিষ্ঠুর স্বামী কোনো মেয়েই কামনা করেনা! অন্তরঙ্গভাবে প্রেমালাপ তো দুর, লাবণীর মুখের দিকেও কোনদিন চোখ তুলে চেয়ে দ্যাখেনি! নিজেকেও পারিপার্শ্বিকতার সাথে কখনোই খাপ খাওয়াতে পারেনি! অথচ প্রভাবতীই ওর মুখদর্শণ করে পুত্রবধূর নাম রেখেছিল বিউটি! ঐনাম ধরেই সবসময় ডাকেন! রবীন কি শোনেনি কোনদিন! নিশ্চয়ই শুনেছে! তাতে ওর কি! মতইতো ছিলনা বিয়ে করার! চেয়েছিল প্রত্যাক্ষ্যান করতে! বিয়ের প্রোপোজালটা রিফিউজ্ করতে! অথচ সে কথাও কি বলতে পেরেছিল কোনদিন! না পারেনি! পারেনি হৃদয় নামক ওর বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাবণীকে সঁপে দিতে। স্ত্রীকে পুর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করতে! পারেনি স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে! সংসারের মায়াজ্বালে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে! আর পারেনি বলেই লাবণীকে একান্ত করে চাওয়া-পাওয়ার কোনো ইচ্ছানুভূতিও ওর ছিলনা! ছিলনা কোনো বন্ধন, হৃদয়ার্কষণ! ক্রমশ স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে! শুধুই নিস্পৃহা, নিরাসক্তি আর বেপরোয়াভাব!

কিন্তু কেন? নিজেকে প্রশ্ন করে লাবণী! -ও'কি উড়ে এসেছিল এ বাড়িতে? না গায়ের জোরে জবরদস্তী চেপে বসেছিল রবীনের ঘাড়ে! রীতিমতো পুরোহিত এসে শাস্ত্র মতে মন্ত্র উচ্চারণেই পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ছিল দুজনে! কি অপরাধ করেছিল লাবণী? ওর অপরাধটা কি! ও'কি সত্যিই রবীনের অযোগ্য? চোখের বালি? চায় কি রবীণ? কাকে চায়? কি পেলে জীবনে ও' প্রকৃত সুখী হবে! লাবণী কি তাতে সত্যিই অক্ষম? কিন্তু সেভাবে তো রবীন কাছেই আসেনি কোনদিন! তা'হলে কেন এমন দূরত্বের ব্যবধান! প্রত্যেক বিষয়ে কেনইবা ওর এই অনৈক্যতা, অসামঞ্জস্যতা এবং বিরোধতা!

তবু ধীর-স্থীর, ধৈর্য্য ও সহ্যশীল লাবণী, মুখ ফুটে কিছুই বলেনা! কারো প্রতিও ওর অভিযোগ নেই! অসন্তোষ নেই! নিজের অনাকাঙ্খিত একেঘেয়ে বিরহ-বেদনাময় নিরানন্দের জীবনকেই ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল! সহে গিয়েছিল প্রভাবতীর মুখ চেয়ে! যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ওকে পুত্রবধূ হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছিল, অন্তত সেটুকুই অটুট থাক! রবীনকে প্রেমের ডোরে বাঁধতে না পারলেও, ওকে একান্ত করে কাছে না পেলেও হৃদয়ের নিঃসৃত ভালোবাসায় লাবণী ওর মনকে বেঁধে রেখেছিল এক অদৃশ্য বন্ধনে! এক অদৃশ্য শক্তিতে। রবীণ যতো রাতেই ফিরুক, ওর পথ চেয়ে প্রহর গুনে বসে থাকতো জানালার ধারে! কখনো দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠতো। আবার কোন কোনদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যে থেকে একান্তে নিঃভৃতে অশ্রুসজল চোখে বিনিদ্র রজনীও কাটাতে হতো! অথচ তাতে কিছুই এসে যেতো না রবীনের!

একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নিজের গর্ভধারিনী মা ও নব বিবাহিতা স্ত্রী লাবণীর সুকোমল হৃদয়ে কঠিন আঘাত হেনে উচ্চাভিলাষী রবীন মরিয়া হয়ে শ্বেতাঙ্গা মনোমোহিনী তিলোত্তমার মাধুর্য্যে অবগাহনের জন্য সদ্য সাজানো নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে ছুটে চলে যায় জার্মানি! বাঁধলো স্বপ্নের খেলাঘর। ভালোবাসার রাজপ্রাসাদ! কিন্তু যে ঘরে খেলনাই নেই, তা সে খেলবে কেমন করে!

রবীন মরমে মরমে উপলব্ধি করল, এতদিন অন্ধের মতো আলো ছেড়ে আলেয়ার পিছনেই ছুটেছিল ও'! আসলে সবই মরিচিকা ছল্! শুভ্রপরীরা দেখতেই সুন্দর! বাঙালি মেয়েদের মতো মার্জিত রুচিশীল, ধৈর্য্যশীল, সহ্যশীল এবং আত্মত্যাগি তো ওরা নয়! যাদের ভালোবাসা এতই ঠুনকো যে, সামান্য আঘাতে নোনামাটির মতো পলকেই ঝোরে যায়! যেখানে বিশ্বস্থতা নেই! নির্ভরশীলতা নেই! মন-মানসিকতারও যাদের বিস্তর ব্যবধান! সেখানে মিলন হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই! আর তার জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন, দু'টি সবুজ মনের একাত্ব হয়ে মিশে যাওয়া, নীল হয়ে যাওয়া এবং নিঃস্বার্থে প্রেম-ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দেওয়া! যা লাবণীও দিতে চেয়ে ছিল! অথচ ন'মাস একঘরে বাস করেও তা কখনো বোধগম্যই হয়নি রবীনের! অহেতুক জিদের বশীভূত হয়ে তিক্ততা সৃষ্টি করে স্বামীর ভালোবাসা থেকে লাবণীকে বঞ্চিত করেও ওর জ্বালা মেটেনি! নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মতো স্ত্রীর ন্যায্য অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চেয়েছিল! কিন্তু কেন? কখনো নিজেও কি দিয়েছিল কিছু? না দিতে পেরেছিল? দেবার চেষ্টাও তো করেনি কোনদিন! আর তা'ছাড়া দেবেই বা কি! দেবার মতোও তো ওর কিছুই নেই!

অবলীলায় ক্ষণিকের মোহজাল ছিন্ন করে ঝড়ের মুখে দিশাহারা হয়ে উড়ে যাওয়া পাখীর মতো মুমূর্ষু রবীন আজ ওর বিবেকের দরবারে নিজেই অপদস্থ, জর্জরিত! অনুতাপে অনুতপ্ত এবং সর্বোপরি নিজের কাছে পরাস্ত হয়ে মহাপ্রলয় ঘটে ওর অন্তরে। বিগতদিনগুলির অর্ন্তকলহ আর মতবিরোধের অনুশোচণায় ওর পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে ভিজিয়ে দেয় নিজের বিবেককে। মন-প্রাণও ওর নতুন করে সিক্ত হয়ে ওঠে গভীর ভালোবাসায়! বুঝতে পারে, সে নিজেই নিষ্ঠুরের মতো নিরীহ, নির্দোষ, নিস্পাপ লাবণীর প্রতি বড়ই অন্যায় করেছে! অবিচার করেছে! অথচ স্বামীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের যে অঙ্গীকারে লাবণীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিল, তা অস্বীকার করার স্পর্ধাও ওর ছিলনা! কিন্তু লাবণী, ওকি ক্ষমা করবে

কোনদিন? ওরও তো মন বলে একটা জিনিস আছে! সাধ-আহাল্লাদ আছে! জীবনের চাহিদা আছে! যা কোনদিনও পুরণ করেনি! পুরণ করবার চেষ্টাও তো করেনি কোনদিন! আজ স্বামীর পরিচয়ে লাবণীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে কোন্ অধিকারে? কিসের জোরে? বিশ্বাস আর ভালোবাসা তো মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছে লাবণীর! তা'হলে!

দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের টানাপোড়ণে প্রচন্ড উদ্বিগ্ন রবীন! কিছুতেই স্বস্তি পায়না! মনযমুনার উত্তাল তরঙ্গে যেন ক্রমশই অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে ও'! কিনারাই খুঁজে পায়না! একসময় মনস্থির করে, রবীন নিজেই গিয়ে ধরা দেবে! আজকাল প্রায়ই ফোন করে মাকে! আকার ইঙ্গিতে বিউটির মনের খবর জানতে চায়। বলে, -'যত শীঘ্রই সম্ভব, তোমরা জার্মানি চলে এসো! আমারও তো নৈতিক দায়িত্ব আছে! কর্তব্য আছে! অন্তত একবার পালন করবার সুযোগ আমায় দাও! জানি, যে অপরাধ আমি করেছি, তা ক্ষমার যোগ্য নয়! কখনোই ক্ষমা করা যায়না! বিউটিকে বুঝিয়ে বোলো! একমাত্র তুমিই কনভিন্স করতে পারো ওকে। ও' তোমার আনুগত্য! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও' কখনোই অমান্য করবে না! ওকে বলো, আমার কাছে চলে আসতে!' বললেই হলো! বিনানোটিশে যখন উধাও হয়ে গিয়েছিল, তখন কোথায় ছিল ওর নৈতিক দায়ীত্ব, কর্তব্য! বিগত চৌদ্দটামাস ওর বিবাহিতা স্ত্রী একলা নিঃসঙ্গতায় এবং নিরানন্দে কিভাবে দিন কাটিয়েছে, মনের কামনা-বাসনা গুলিকে অশ্রুজলে সলীল সমাধী দিয়ে কিভাবে নিজের সতীত্ব বজায় রেখেছে, বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে, সে খবর একবারও কি নিয়েছিল? মনে কি পড়েছিল কোনদিন? লাবণী কেন কাঙ্গালের মতো ছুটে যাবে? কিসের ঠেকা ওর? হায়ার এ্যডুকেটেড্ ও'! রূপে-গুণে, কাজে-কর্মে কোনো অংশেইতো ও' কম নয়! ওকি পারতো না, আর পাঁচটা বৌ-এর মতো নানান রঙ্গে-ঢঙ্গে, বাকপটুতায়, ছলা-কলাকৌশলে রবীনকে বশ করে রাখতে? ওকে সর্বদা আঁচলে বেঁধে রাখতে? অবশ্যই পারতো! তবুও রবীনের হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালোবাসা কি পেতো কোনদিন? কখনো কি একান্তে নিভৃতে নিবিড় করে ও'কে পেতো কোনদিন? না পেতো না! আর পেতো না বলেই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার বাঁধন শক্তি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছিল! তবুও অকুণ্ঠিত হৃদয়ে মাতৃতুল্য শাশুড়ী প্রভাবতীর সেবা-শুশ্রুষায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে শ্বশুরালয়ের মান-সম্ভ্রম অটুট রাখার দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে বুকের সমস্ত মান-অভিমান, বিরহ-বেদনাগুলিকে নির্বিকারে লুকিয়ে রেখেছিল ওর অম্লান হাসির আড়ালে। যা মলিন হতোনা কখনো! কারণ ওযে নিয়তির কাছেই আত্মসমর্পিত, নিমজ্জিত এবং বিসর্জিত! কিন্তু মুখে যাই বলুক, মনকে সায় দেয়নি লাবণী! জেগে ওঠে নারীর আপনসত্ত্বা বোধ! দ্বিধাদ্বন্দ্বের উত্তাল তরঙ্গে এক অভিনব আনন্দানুভূতিতে শিহরিত হয় ওর সারাশরীর। কাল্পনিক চেতনায় এক অদৃশ্য শক্তিতে গোধূলির বিচ্ছিন্ন মনটা ভালোবাসার বন্ধনে রবীনকে নতুন করে বাঁধে ওর আবেগে-অনুভূতিতে এবং স্মৃতির গ্রন্থিতে! অপ্রত্যাশিত রবীনের মন-মানসিকতার অভাবনীয় পরিবর্তনে ভিতরে ভিতরে অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে খুশীর বন্যা বয়ে যায় লাবণীর! মন-প্রাণ আনচান করে ওঠে! উন্মুক্ত অন্তর মেলে কল্পনায় দেখতে থাকে রবীনকে। নতুন করে জেগে ওঠে ওর অপূর্ণ সাধ, আশা-আকাঙ্খার ইচ্ছানুভূতি। কখনো ব্যাকুল নয়ন দুটি ওর অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! কখনো বিরহে, বেদনায়! কখনো মানে-অভিমানে! কখনো আবেগে, অনুরাগে!

কেটে যায় বেশ কয়েকটা দিন! এলো ভ্যালেন্টাইন ড়ে! ভালোবাসা দিবস! পাখীর কলোরবে প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গল লাবণীর! চোখ মেলতেই প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে ও মন মাতানো উচ্ছাসের টানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে ওর মন! আজ যেন প্রকৃতিতেই সম্পূর্ণ বিসর্জিত লাবণী! যা দ্যাখে সবই ওর নতুন লাগে! দিগন্তবিস্তৃত হলুদ আর লাল রং-এর অপূর্ব সংমিশ্রণে রক্তবর্ণ রৌদ্রাজ্জ্বল আকাশ! ঝুরুঝুরু মিহিন

বাতাস আমোদিত হয়ে আছে রং-বেরংএর ফুলের সৌরভে! ইচ্ছে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো খুশীর ডানা মেলে দুর-নীলিমায় ভেসে বেড়াতে। স্বভাবসুলভ চপলতায় লাবণী স্বপ্নাপ্লুত হয়ে সুরের মুর্চ্ছণায় আপন মনে গুণগুণ করতে করতে ছাদের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ায়! মনের অজান্তেই ক্ষণে ক্ষণে সন্ধানী চোখদু'টো ওর চঞ্চল প্রজাপ্রতির মতো ঘুরতে থাকে চারদিকে! আবার পরক্ষণেই নেমে আসে নিচে। অথচ নিচে নেমে এসেও স্বস্তি পায়না! কাজের অবসরে বার বার চঞ্চল মনপাখীটা ওর ছুটে চলে যেতে চায় ছাদের উপরে। কিন্তু কিসের টানে যে ওর মতিভ্রম হচ্ছে তা সে নিজেও জানেনা লাবণী। হঠাৎ গেটের ধারে কাকে যেন দেখে বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ উঠল ওর! -'এ কি, লোকটা কে ওখানে দাঁড়িয়ে! রবীন মনে হচ্ছে! লাবণী গলা টেনে উঁকি ঝুকি দিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়, হ্যাঁ রবীণই তো! কিন্তু ও' এলো কখন? আশ্চর্য্য! ও' ওখানেই বা দাঁড়িয়ে কেন?' রবীন যে ওকেই খুঁজছিল, তা জানবে কেমন করে লাবণী! খুশীর তুফান উড়িয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে! সিঁড়ির গোঁড়ায় এসেই থমকে দাঁড়ায়! চোখেমুখে অপার বিস্ময়! পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকে! কখনো যা কল্পনাই করেনি! রবীনও সলজ্জে অপরাধীর মতো চেয়ে থাকে। স্তম্ভিত হয়ে যায় দুজনেই! কারো মুখে কথা নেই। বুক ধুক্‌ধুক্ করে কাঁপে লাবনীর! ঠোঁট কাঁপে! অথচ চোখেমুখে অভিমান বা নালিশের একটুও ছাপ নেই! অপ্রত্যাশিত রবীণকে একান্ত করে পাবার আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে শিশির বিন্দুর মতো অশ্রুকণায় সিক্ত হয়ে উঠল ওর চোখদুটো! ওর সম্মুখেই সশরীরে দুহাত প্রসারিত করে প্রেম-আহ্বানে রবীন দাঁড়িয়ে। কিছুতেই যেন নিজের চোখদু'টোকে বিশ্বাস হয় না! হঠাৎ রবীনের অস্ফুষ্ট কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে লাবণী, -'এসো বিউটি! আমার কাছে এসো! এতো কি ভাবছ, এসো!' চিন্তাই করা যায় না! এ তো স্বপ্নেরও অতীত! অথচ সম্পুর্ণ বাস্তব! রবীন আজ নিজে এসে ধরা দিয়েছে! মায়ের দেওয়া সেই নাম ধরে মিষ্টি সুরে ডাকছে! এ যে পরম পাওয়া লাবণীর! আর কি চাই!
চকিতে পুঞ্জীভূত মনের সমস্ত গ্লানি, মান-অভিমান ভুলে গিয়ে রবীণের আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বরে উষার প্রথম সুর্য্যের ঝলমলে লালচে সোনালী আভার মত উজ্জ্বল দীপ্তিময় হয়ে উঠল লাবনী। তড়তাজা হাসির একটা ঝিলিক দেখা গেল ওর ওষ্ঠের ফাঁকে! ইচ্ছে হচ্ছিল রবীনের উষ্ণ বক্ষপৃষ্ঠে আঁছড়ে পড়তে! ওর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের বন্ধনে পিষ্ট হয়ে যেতে! শরীরের প্রতিটি অনু-পরমানুও রবীণের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে! ওর বুকের মাঝে মুখ গুঁজে পুরুষালী দেহের উষ্ণ অনুভুতিতে বুদ হয়ে থাকতে! রবীন তখনও অভিভুতের মতো তাকিয়ে ছিল লাবণীর রূপরাশি ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনির দিকে! যা পুর্বে ওর কখনোই দৃষ্টিগোচর হয়নি! অথচ ওরই বিবাহিতা স্ত্রী লাবণী! যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিত্যক্ত করে দুরে সরে গিয়েছিল। আর আজ ও' যেন এক অনন্যা! প্রেমের মহিমায় দ্বীপ্ত মমতাময়ী এক বিদুষী রমণী! মুগ্ধ বিস্মিত চোখে কিছু বলার ব্যকুলতায় রবীণ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। হঠাৎ আবেগাপ্লুত হয়ে লাবণীর হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরেতেই শ্বাশত লজ্জায় দিশেহারা হয়ে মুখ লুকাবার পথ খোঁজে লাবণী। কিন্তু ও' লুকাবে কোথায়! রবীণের আবেগাপ্লুত প্রেমস্পর্শে বিদ্যুতের শখের মতো এক পুলক জাগা শিহরণে শিহরিত হলো ওর সারাশরীর। অনুভুত হয় হৃদয় নিঃসৃত গভীর অনুরাগের ছোঁয়া। শুনতে পায় ওর প্রাণস্পন্দন। পলকেই রক্তেরাঙা সাশ্রু নয়নে মুখ তুলে তাকায় লাবণী! আনন্দে-উচ্ছাসে উতলা হয়ে ওঠে! চোখমুখ থেকে ঝড়ে পড়ে খুশীর ঝর্ণা! নতুন করে জগ্রত হয় এক অভিনব ভালোবাসার তীব্র অনুভুতি। যার ফল্গুধারায় সবুজ পাতার মতো হৃদয়পটভুমি থেকে তরতর করে বেড়ে ওঠে লাবণীর।

রবীণের সপ্রশংস দৃষ্টির বিনিময়ে স্পর্শকাতর লজ্জাবতী পাতার মতো শরমে দুহাতে মুখটা ঢেকে লাবণী নুয়ে পড়ল পেশীবহুল রবীনের প্রশ্বস্ত বক্ষস্থলে! রবীন নিঃসংশয়ে নিঃসংকোচে লাবণীর মসৃণ পৃষ্ঠদেশে প্রেমস্পর্শে হস্ত সঞ্চালন করতেই লজ্জা আর খুশীর সংমিশ্রণে চোখের তারাদু'টি ওর জ্বলজ্বল করে

উঠল! নিমেষেই ভেঙ্গে গেল অভিমানির মান। সড়ে গেল শরমের আবরণ! রবীন বুকের গভীরে টেনে নিয়ে আলিঙ্গান করতেই নিজেকে অবিলম্বে সঁপে দেয় লাবণী! মুহূর্তের এক অনবদ্য সুখানুভূতিতে শান্ত হয়ে আসে ওর শরীর ও মন! খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্ব! নারীর আপনসত্ত্বা! আজ যেন ওর চাওয়া–পাওয়ার শেষ নেই! অনুভব করে নিজস্ব মাটিতে দাঁড়িয়ে দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা এবং প্রয়োজনীয়তা! মনের মধ্যে একধরণের নেশা ছড়িয়ে পড়ে লাবণীর। রক্তেরাঙা বড় বড় চোখ মেলে অব্যক্ত ভাষায় অপলকে চেয়ে থাকে। টের পেয়ে রবীন হঠাৎ বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে বিউটির হাতটা ধরে টেনে নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল ওর ঘরে।

প্রভাবতী ছিলেন রান্নাঘরে। রবীনের গলা শুনে সানন্দে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। চোখ ফিরাতেই দেখলেন, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে লজ্জায় রাঙা লাবণীর অব্যক্ত আনন্দে শিশির বিন্দুর মতো চোখদু'টো ওর অশ্রুকণায় চিক্‌চিক্ করে উঠছে অনাবিল খুশীতে ! অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রভাবতী। মুখ টিপে হেসে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে। হঠাৎ দরজার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন। গলা টেনে দেখলেন, রবীনের স্যুট্‌কেস আর লাগেজটা তখনও পড়ে আছে বারান্দায়! বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। রবীনের স্যুট্‌কেস আর লাগেজটা হাতে তুলে নিয়ে আর্শীবাদ করে বললেন, –'সুখী হ তোরা!'

সমাপ্ত
২৩ শে মে, ২০০৭

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডার টরন্টো প্রবাসী। লেখিকা ও একজন সঙ্গীত শিল্পী।